বিজ্ঞপ্তি

২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতেরসামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি সর্বোচ্চ ৭.৭৬ বিলিয়নমার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

যার মধ্যে হিমায়িতচিংড়িরপ্তানির প্রধান দ্রব্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , চীন, ইউরোপ , দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া,জাপান এবং মধ্যপ্রাচ্য প্রধান আমদানিকারকদেশ।

কোচি, জুন 29:ভারত প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 2021-22 সালে 57,586.48 কোটি টাকার (7.76 বিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের 13,69,264 মেট্রিক টন সামুদ্রিক খাদ্য পাঠিয়েছে।

হিমায়িত চিংড়ি পরিমাণ এবং মূল্য উভয়ের দিক থেকে প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন ভারতের সামুদ্রিক খাবারের প্রধান আমদানিকারকহয়ে উঠেছে।

2021-22 অর্থবছরে, রপ্তানি টাকাতে 31.71%, USD-এর ক্ষেত্রে 30.26% এবং পরিমাণের ক্ষেত্রে 19.12% বৃদ্ধি পেয়েছে।2020-21 সালে ভারত 43,720.98 কোটি টাকা (USD 5,956.93 মিলিয়ন) মূল্যের 11,49,510 মেট্রিক টন সামুদ্রিক খাবার রপ্তানি করেছিল।

মেরিন প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টঅথরিটি (এমপিইডিএ) এর চেয়ারম্যান আইআরএস শ্রী কে এন রাঘবন বলেছেন, কোভিড মহামারী দ্বারা সৃষ্ট প্রধান রপ্তানি বাজারের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারত 13,69,264 মেট্রিক টন সামুদ্রিক খাবারের পরিমাণ সহ 7.76 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সর্বকালের সর্বোচ্চ রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। বাণিজ্য বিভাগ ভারত সরকারের দেওয়া রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রাও 99.4% পূরণ করেছে।

হিমায়িত চিংড়ি যা 42,706.04 কোটি টাকা (USD 5,828.59 মিলিয়ন) আয় করে সামুদ্রিক খাবার রপ্তানির ঝুড়িতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দ্রব্য হিসাবে তার অবস্থান ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। সব রপ্তানি হওয়া সামুদ্রিক খাদ্যের মধ্যে পরিমাণে 53.18 শতাংশ হিমায়িত চিংড়ি এবং মোট ডলার আয়ের ক্ষেত্রেও 75.11 শতাংশ এই চিংড়ি থেকেই এসেছে। এই সময়ের মধ্যে চিংড়ি রপ্তানি USD মূল্যে 31.68 শতাংশ এবং পরিমাণে 23.35 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

2021-22 সালে হিমায়িত চিংড়ির সামগ্রিক রপ্তানি ছিল 7,28,123 মেট্রিক টন, যা 5,828.59 মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , বৃহত্তম বাজার হিসেবে ভারত থেকে হিমায়িত চিংড়ি আমদানি করে (৩,৪২,৫৭২ মেট্রিক টন), পর্যায়ক্রমে চীন (১,২৫,৬৬৭ মেট্রিক টন), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (৯০,৫৪৯ মেট্রিক টন), দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া (৪৪,৬৮৩ মেট্রিক টন), জাপান (৩৮,৪৯২ মেট্রিক টন) এবং মধ্যপ্রাচ্য (37,158 MT)। হিমায়িত চিংড়ির রপ্তানি মূল্যের ভিত্তিতে সমস্ত বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভেনামি (সাদা পা) চিংড়ির রপ্তানি 2021-22 সালে 5,15,907 মেট্রিক টন থেকে বেড়ে 6,43,037 মেট্রিক টন হয়েছে। USD মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোট ভেনামি চিংড়ি রপ্তানির মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 59.05%, পর্যায়ক্রমে রয়েছে চীন (14.59 %), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (8.16 %), দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া (4.78 %), জাপান (3.61 %) এবং মধ্যপ্রাচ্য (3.17%)। USD মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে 25.90% শেয়ার সহ ব্ল্যাক টাইগার চিংড়ির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রধান বাজার হয়ে উঠেছে,তারপরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (23.78%) এবং জাপান (22.71%)।

অন্যান্য দ্রব্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি দ্রব্য , 3,979.99 কোটি টাকা (USD 540.73 মিলিয়ন) লাভ করেছে,যা পরিমাণে 12.96% এবং ডলার আয়ের 6.97%। অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানি টাকার মূল্যে 43.8% এবং ডলারের মূল্যে 42.94% বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য দ্রব্যগুলির মধ্যে রয়েছে সুরিমি এবং সুরিমি অ্যানালগ পণ্যগুলি USD মূল্যে 56.55%।

হিমায়িত মাছ তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি দ্রব্য , 3471.91 কোটি টাকা (USD 471.45 মিলিয়ন) লাভ করেছে যা পরিমাণে 16.55 শতাংশ এবং ডলার আয়ের 6.08 শতাংশ। হিমায়িত মাছের রপ্তানি পরিমাণে 20.44% এবং ডলার মূল্যে 17.19% বৃদ্ধি পেয়েছে।

হিমায়িত স্কুইডের রপ্তানি , 75,750 মেট্রিক টন, পরিমাণে 23.82% এবং ডলারের ক্ষেত্রে 40.24 শতাংশ বৃদ্ধি দেখিয়েছে এবং 2,806.09 কোটি টাকা (383.37 USD মিলিয়ন) আয় করেছে।

হিমায়িত কাটলফিশের রপ্তানি 58,992 মেট্রিক টন, টাকার মূল্যে 26.83% এবং USD মূল্যে 26.18% বৃদ্ধি দেখিয়েছে এবং 2062.63 কোটি টাকা (280.08 USD মিলিয়ন) উপার্জন করেছে।

শুকনো দ্রব্য (শুটকি মাছ) রপ্তানি , 73,679 মেট্রিক টন, টাকার মূল্যে 28.27% বৃদ্ধি দেখায় কিন্তু USD মূল্যে 8.59% হ্রাস পেয়েছে এবং 1472.98 কোটি টাকা (143.46 USD মিলিয়ন) উপার্জন করেছে।

শীতল দ্রব্যগুলির রপ্তানি , যা একটি প্রতিশ্রুতিশীল খাত হিসাবে বিবেচিত হয়, তা পরিমাণের দিক থেকে 23.08% এবং টাকার ক্ষেত্রে 53.45% বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু USD শর্তে 1.87 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

জীবন্ত দ্রব্য রপ্তানি , 7,032 মেট্রিক টন, পরিমাণে 60.57%, টাকার মূল্যে 47.43% এবং USD শর্তে 46.67% বৃদ্ধি দেখিয়েছে।

হিমায়িত চিংড়ি হিমায়িত কাটলফিশ হিমায়িত স্কুইড , শুকনো দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্যর একক মূল্য উপলব্ধি একটি ইতিবাচক বৃদ্ধি দেখিয়েছে।

বিদেশী বাজারের ক্ষেত্রে , USD 3371.66 মিলিয়ন মূল্যের আমদানির সাথে মূল্য এবং পরিমান উভয় ক্ষেত্রেই USA ভারতীয় সামুদ্রিক খাবারের প্রধান আমদানিকারক হিসাবে অব্যাহত রয়েছে যা ডলারের মূল্যের ক্ষেত্রে 37.56% ভাগের জন্য দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি পরিমাণে 27.63%, টাকার মূল্যে 36.76% এবং USD উপার্জনে 37.56% বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমায়িত চিংড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা প্রধান দ্রব্য হিসাবে অব্যাহত ছিল এবং ভেনামি চিংড়ির রপ্তানি পরিমাণে 26.81% এবং ডলারের ক্ষেত্রে 34.65% বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক টাইগার চিংড়ির রপ্তানি পরিমাণের দিক থেকে 68.99% এবং USD পদে 152.06% বৃদ্ধি পেয়েছে।

চীন ভারত থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম সামুদ্রিক খাবার রপ্তানি গন্তব্য হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যারা 1,175.05 মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের 2,66,989 মেট্রিক টন মাছ নিজ দেশে আমদানি করেছে। যা পরিমাণের দিক থেকে 19.50% এবং ডলারের ক্ষেত্রে 15.14%। চীনের বাজারে রপ্তানি পরিমাণে 22.28% এবং টাকার মূল্যে 31.09% এবং USD মূল্যে 25.12% বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমায়িত চিংড়ি চীনে রপ্তানির প্রধান দ্রব্য , পরিমাণে 47.07% এবং ডলার মূল্যে 67.04% এবং হিমায়িত মাছের মোট পরিমাণের দিক থেকে 32.10% এবং মূল্যের দিক থেকে 15.19% অংশ ছিল। চীন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিমাণ ও আয়তনে ইতিবাচক বৃদ্ধি দেখিয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিমায়িত চিংড়ি সহ ভারতীয় সামুদ্রিক খাবারের জন্য তৃতীয় বৃহত্তম গন্তব্য হিসাবে ধারাবাহিক রয়েছে রপ্তানির প্রধান দ্রব্য (হিমায়িত চিংড়ি) পরিমাণ এবং ডলারের মূল্য যথাক্রমে 29.11% এবং 37.09% বৃদ্ধি পেয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম সামুদ্রিক খাদ্যের বাজার।হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানির প্রধান দ্রব্য , পরিমাণ অনুসারে 18.36% এবং USD মূল্যে 36.81% যা 22.29% বৃদ্ধি পেয়েছে।হিমায়িত মাছ রপ্তানির দ্বিতীয় প্রধান দ্রব্য , পরিমাণ অনুসারে 33.42% এবং USD মূল্যে 21.42% যা অতীতের তুলনায় 82.24% বৃদ্ধি পেয়েছে।

USD মূল্যের ক্ষেত্রে 5.68% এবং পরিমাণে 6.60% শেয়ার সহ জাপান পঞ্চম বৃহত্তম আমদানিকারক হিসাবে অবিরত রয়েছে USD মূল্যে 6.95% বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। হিমায়িত চিংড়ি জাপানে রপ্তানির প্রধান উপকরণ হিসাবে অবিরত ছিল যা জাপানে হওয়া সামুদ্রিক খাদ্যের মোট রপ্তানির 74.55% এবং এক্ষেত্রে USD মূল্যে 3.73% বৃদ্ধি পেয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানিও পরিমাণে 20.2%, টাকাতে 21.27% এবং ডলারের ক্ষেত্রে 20.7% বৃদ্ধি দেখিয়েছে।